দামুড়হুদায় মুজিববর্ষে গৃহ নির্মান প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে ক শ্রেণির গৃহহীনদের জন্য (৩য় পর্যায়ের) দুর্যোগ সহনীয় বাস গৃহ নির্মান প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার পুরাপাড়ায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে ক শ্রেণির গৃহহীনদের জন্য (৩য় পর্যায়ের) দুর্যোগ সহনীয় বাস গৃহ নির্মান প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তারে সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশ, একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে কেউ গৃহহীন থাকতে পারেনা, তাই মুজিব বর্ষ উপলক্ষে এবার ৩য় পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উপহার আপনাদের জন্য জমি সহ ঘর দেয়া হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে রাষ্ট্রের সকল আদেশ ও নির্দেশ আমরা পালন করে চলতে অঙ্গীকার বদ্ধ।

একটি সুখী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গড়তে আপনারাও সরকারের সকল কাজে সহযোগিতা করবেন তবেই দেশ এগিয়ে যাবে, সারা বিশ্বের কাছে আমরা মাথা উঁচু করে বলবো আমরা বাঙ্গালী আমরা বাংলাদেশী আমরা ডিজিটাল সোনার বাংলাদেশের নাগরিক।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ কুমার সিংহ, সমবায় অফিসার হারুন-অর-রশীদ, শামছুল ইসলাম মেম্বার সহ সুধী বৃন্দ। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিক, সুবিধা ভোগী পরিবারের সদস্য সহ এলাকার শতশত মানুষ।

উক্ত অনুষ্ঠান শুরুতেই ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করে বিশেষ মোনাজাত করেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম। সভা শেষে উপস্থিত অতিথি সহ

সকলের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা রাখার অপরাধে এক ব্যক্তির ২ বছরের জেল

আলমডাঙ্গা উপজেলার পারদুর্গাপুর ইস্রাফিল হোসেন (৫০) নামের এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে ২ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার দুপুর দেড়টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক হিসাবে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রনি আলম নুর এ আদেশ দেন। মাদক ব্যবসায়ী ইস্রাফিল হোসেন কুমারি ইউনিয়নের পারদুর্গাপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মৃত- আব্দুল হান্নানের ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের পারদুর্গাপুর গ্রামের মাঠপাড়ার মৃত আব্দুল হান্নানের ছেলে ইস্রাফিল হোসেন। সে গোপনে দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকদ্রব্য গাঁজা বিক্রয় ও সেবন করে আসছিলো।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক জামাল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পারদুর্গাপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় মাদক বিক্রেতা ইস্রাফিল গাঁজা বিক্রয় কালীন সময়ে তাকে আটক করে। শরীর তল্লাশি করে ৪শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রনি আলম নুরকে অবগত করেন পুলিশের উপ-পরিদর্শক জামাল হোসেন। তাৎক্ষণিক দুপুর দেড়টার দিকে রনি আলম নুর উপস্থিত হয়ে মাদক ব্যবসায়ী ও সেবী ইস্রাফিলকে ২ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

আলমডাঙ্গায় ৬ ভিক্ষুকদের পূণর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মালামাল বিতরণ

আলমডাঙ্গায় ভিক্ষুক পুণর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৬ জনকে পাখি ভ্যান, মাইক সেট, দোকানের মালামালসহ বিভিন্ন জিনিস বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সমাজ সেবা দিবস উপলক্ষে এ সামগ্রী গুলো বিতরণ করা হয়। পর্যায়ক্রমে আলমডাঙ্গা উপজেলার

আবেদনকৃত ১৬ জন ভিক্ষুকদের পূণর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মালামাল প্রদান করা হবে জানিয়েছে সমাজ সেবা কর্মকর্তা।
এদিকে, ভিক্ষুক পুণর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ভিক্ষুকদের আবেদন জমা নেয় সমাজ সেবা অধিদফতর।

প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ১ জন করে ও পৌর এলাকা থেকে ১ জন আবেদন করে। এ আবেদনের ভিত্তিতে বিগত বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে ভিক্ষুক পূণর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মালামাল প্রদান করা হয়।

রবিবার সারাদেশে সমাজ সেবা দিবস উপলক্ষে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা আলমডাঙ্গা ভিক্ষুকদের পূণর্বাসনের আবেদনপত্র যাচাই বাছাই কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ৬ জনকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়।

বাড়াদি ইউনিয়নের পোলতাডাঙ্গার কারিগরপাড়ার সামসুল আলিকে অটো রিকশা ক্রয় বাবদ ৭০ হাজার টাকা, বেলগাছি ইউনিয়নের বেলগাছি গ্রামের মরিয়ম নেছাকে মুদি দোকানের মালামাল ক্রয় বাবদ ৪০ হাজার টাকা, কালিদাসপুর ইউনিয়নের মোনাকষা গ্রামের রজব আলী কে পাখি ভ্যান ও মাইক সেট ক্রয় বাবদ ৫০ হাজার টাকা, কালিদাসপুর ইউনিয়নের পারকুলা আবাসনের আব্দুর রাজ্জাককে পাখি ভ্যান ও মাইক সেট ক্রয় বাবদ ৫০ হাজার টাকা, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আনোয়ার হোসেনকে দোকান ঘর ও মালামাল ক্রয় বাবদ ৪৫ হাজার টাকা, জামজামি ইউনিয়নের পাঁচলিয়া গ্রামের তাঁরা চান আলীকে দোকান ঘর ও

মালামাল ক্রয় বাবদ ৪৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। ৬ জন ভিক্ষুকদের মাঝে ৩ লক্ষ টাকার মালামাল প্রদান করে।

আলমডাঙ্গায় সমাজ সেবা দিবস পালিত

মুজিব বর্ষের সফলতা ঘরেই পাবেন সকল ভাতা। এই প্রতিপাদ্যে আলমডাঙ্গায় সমাজ সেবা দিবস পালিত হয়েছে। রবিবার সকাল ১১ টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজসেবার যৌথ উদ্যোগে এ দিবসটি পালিত হয়। সমাজ সেবা দিবস উপলক্ষে র্যলি, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

দিবস উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের হলরুমে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজি মারজাহান নিতু, উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি আব্দুর রশিদ, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সামসুজ্জোহা, বীরমুক্তিযোদ্ধা শেখ নুর মোহাম্মদ জকু, পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম, প্রভাষক সুরাইয়া জেসমিন, ৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল গাফ্ফার, নাজমুল হুসাইন প্রমূখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হোসেন।

আলমডাঙ্গায় নির্মাণের ২ বছর পার হলেও শেষ হয়নি শেখ হাসিনা শান্তি নিবাস

আলমডাঙ্গায় শেখ হাসিনা শান্তি নিবাস নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। নির্মাণ কাজের উদ্বোধনের ২ বছর পার হলেও শেখ হয়নি শান্তি নিবাসের জন্য বরাদ্দকৃত স্থাপনা। ইট ও ছাদ ঢালাই পর্যন্ত কাজের পর থমকে গেছে নির্মাণ।

পরিত্যক্ত বিল্ডিং এলাকাবাসীদের খড়কাঠি রাখার সুযোগ্য স্থান গড়ে তুলেছে। ঘরের মধ্যে ময়লায় অস্থিত্বহীন হয়ে পড়েছে। উঠতি বয়সের যুবকেরা পরিত্যক্ত ঘরে মধ্যে বিভিন্ন সময় নেশার আড্ডায় মেতে ওঠে বলে স্থানীয়রা জানায়।

এলাকাসূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়াপদায় নির্মাণ হচ্ছে প্রবিনদের সুযোগ্য আশ্রয়ণ কেন্দ্র শেখ হাসিনা শান্তি নিবাস। গত ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে সাবেক জেলা প্রশাসক গোপাল চন্দ্র দাসের উদ্যোগে ও পরিকল্পনায় এ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কমিশনার লোকমান হোসেন মিয়া।

২০২০ সালের চলতি অর্থ বছরের মধ্যে শান্তি নিবাসের নির্মাণ কাজ শেষ করার লক্ষ্যে সার্বিক দায়িত্বপালন করেন সাবেক আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রাহাত মান্নান। নির্মাণ কাজের ৩০ শতাংশ কাজের মধ্যে পর্যায়ক্রমে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রাহাত মান্নান ও জেলা প্রশাসক গোপাল চন্দ্র দাস বদলি হয়ে যায়। এরপর থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে প্রবিনদের ভাগ্য পরিবর্তনের স্থানীয় স্থাপনা শেখ হাসিনা শান্তি নিবাস। গত ২ বছরে কোন তদারকি না থাকায় মুছে যাচ্ছে ভিত্তি প্রস্থর স্থাপনের উদ্বোধনী বিল বোর্ড। নির্মাণকৃত ঘরের মধ্যে ময়লার স্তুপ ও সাধারণ মানুষের বিচলি, খড়ির ঘরে পরিণত হয়েছে শান্তি নিবাস।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন শেখ হাসিনা শান্তি নিবাসের বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় পরিত্যক্ত ঘর গুলো ব্যবহার করা হচ্ছে।পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ ঘর গুলো ব্যবহার করে খড়ি ও বিচালির গাদা করে রাখছে। দ্রুত এ বিল্ডিং নির্মাণ করা হলে

আলমডাঙ্গায় এই প্রথম বৃদ্ধাদের নতুন দুয়ার উন্মোচন হবে।

চুয়াডাঙ্গায় নতুন বছরে নতুন বই হাতে পেলো শিক্ষার্থীরা

চুয়াডাঙ্গায় নতুন বছরে নতুন বই হাতে পেয়ে আনন্দে ও হাসি মূখ ভরা শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখর স্কুল প্রাঙ্গণ। উদ্দেশ্য, নতুন বই পাওয়া।

খুদে শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-অভিভাবকরাও পাঠ্যপুস্তক উৎসবে শামিল হয়েছেন চুয়াডাঙ্গায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

সারা বাংলাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় বই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা ফাযিল মাদরাসা ও হানুরবাড়াদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

এ সময় তিনি বলেন, শিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে না পারলে জ্ঞানভিত্তিক জাতি গড়তে পারবো না। আমাদের সন্তানেরা সেটা পারবে। বছরের প্রথম দিন হাতে হাতে বই তুলে দিয়ে আমরা নজির স্থাপন করেছি। আমাদের ছেলে-মেয়েরা যেন পৃথিবীর উপযোগী হয়ে ওঠে। মানসম্মত মানে শুধু এ দেশের জন্য নয়, পৃথিবীর যেকোনো দেশের জন্য উপযোগী হয়ে উঠবে তারা।
এরপরই হাতে হাতে বই দেওয়া শুরু হয় মঞ্চ থেকে। নতুন বই হাতে হাত উঁচিয়ে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে শিক্ষার্থীরা। নতুন বই পেয়ে গন্ধ শুঁকে মাঠজুড়ে ছুটোছুটি করছিল শিক্ষার্থীরা।

বই বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিকাশ কুমার সাহা ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার উত্তম কুমার কুন্ডু । এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদরাসার অধ্যক্ষ মীর মোঃ জান্নাত আলী,

উপাধ্যক্ষ মোঃ খালিদ সাইফুল্লাহ সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ।

দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরের নৃহনবী আবারো ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ ঈশ্বরচন্দ্রপুরের নৃহনবীকে গ্রেফতার করেছে।পুলিশ জানায় গতকাল শুক্রবার ৩১শে ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৮ টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের পাকা রাস্তার উপর।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে এস আই মাসুদ ও এ এস আই ইদ্রিস আলী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক অস্ত্র ও জুয়া বিরোধী অভিযান চালায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে। এ সময় পুলিশ ৫টি মাদক মামলার আসামী ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মাদক ব্যাবসায়ীর হোতা ইসমাইল হোসেনের ছেলে নুহনবী(৩৬) কে ৪ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।তার বিরুদ্ধে এ পযন্ত ৪ টি মাদক মামলা রয়েছে বলে জানান দর্শনা থানার ওসি তদন্ত সামসুজ্জোহা।

গতকালই তাকে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য আইনে এস আই মাসুদ বাদী হয়ে মাদক আইনে মামলা দায়ের করেন।শনিবার তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে ১ নং মামলার আসামী করে তাকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে দর্শনা থানা পুলিশ।

দর্শনায় সরকারি জমি অবৈধ দখল নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংর্ঘষের আশংকা

দামুড়হুদা উপজেলা দর্শনা শ্যামপুর গ্রামে সরকারি জলাশয় পতিত জমি দখলকে কেন্দ্র করে যে কোন সময় বড় ধরণের রক্তক্ষয়ী সংর্ঘষ হতে পারে বলে আংশকা প্রকাশ করেছে গ্রামবাসী। দর্শনা থানার শ্যামপুর মল্লিক পড়ার রাজ্জাকসহ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি প্রকাশ্য পতিত জলাশয় দখলের চেষ্টা করছে। এ নিয়ে গ্রামবাসী ও আব্দুর রাজ্জাক দীর্ঘদিন চলে আসছে হামলা-পাল্টা হামলা ও ভাংচুর।

জানাযায় দর্শনা শ্যামপুর মল্লিক পাড়ার চৌওরাস্তার সংলঘ্ন নদীর পাশে ১৪/১৫ আগে উজ্জলপুর নলবিলা গ্রামের মৃত আয়ুব আলী ছেলে আব্দুর রাজ্জাক এসে শ্যামপুর গ্রামের মল্লিকপাড়ায় ২৬ শতক জমি ক্রয় করে। সে সময় থেকেই নদীর পাশে অবস্থিত কবর স্থান সংলঘ্ন জলাশয় দখল করার নানা ফন্দি করে আসছে এ জমি দস্যু আব্দুর রাজ্জাক ওরফে ফল রাজ্জাক।

স্থানীয়দের দাবি রাজ্জাক বেশ কয়েক বার মাস্তান নিয়ে কবর স্থান ও জলাশয় দখল করতে আসে। সে সময় এলাকার জনগন তাদের বাধা প্রদান করলে নিরিহ জনগনের উপর ক্ষিপ্ত হুমকি ধামকি প্রদান করে। এ নিয়ে গত বুধবার পূর্বের ন্যায় আবার রাজ্জাকসহ বেশ কয়েকজন স্ব-দলবলে এসে পুকুরে মাটি ভরাট ও কবর স্থানের জায়গা দখল করতে আসার অভিযোগ উঠেছে। এসময় গ্রামের মানুষ তাদের উপর চড়াও হলে চলে যায়, জমির বিষয়ে কথা বলায় রাজ্জাক এলাকার বিভিন্ন মানুষের নামে থানায় অভিযোগ ও কোর্টে মামলা করে হয়রানি করে আসছে বলে জানান গ্রামবাসি।

ঘটনাটি নিয়ে গত মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টায় দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার আহাম্মদ আলী গ্রামবাসী ও আব্দুর রাজ্জাকের সাথে শালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় আহম্মদ আলী উভয় পক্ষের মধ্যে সিদ্ধান্ত দেন আগামী ৭দিনের মধ্যে সরকারের কাছ থেকে গ্রামবাসী ঐ জমির অনুমোদন আনতে হবে। না হলে যেহেতু আব্দুর রাজ্জাকের জমি সংলগ্ন সেহেতু ঐ পতিত জমি আব্দুর রাজ্জাকের হবে। ঐ সময় পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত বলবত থাকবে। এ শালিস বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, শ্যামপুর গ্রামের লিয়াকত আলী, আব্দুর রহমান, ওযার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরিফ মল্লিকসহ প্রায় ১০/১২জন ও আব্দুর রাজ্জ্ক।

এছাড়া দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাধারণ সম্পাদক হারুন রাজু, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন ও সাংবাদিক ইকরামুল হক পিপুল। সাংবাদিকদের দাবি ঘটনাটির সুষ্ঠ নিস্পত্তি হোক। এদিকে এ জমিকে ঘিরে ১৯৮৬ সালে দিকে সিতাব মালিথা নামে একজন খুন হয়েছিল। ফলে ঘটনাটি যাতে সরকারী পতিত হিসাবে থাকে এ বিষয় গ্রামবাসী জেলা প্রশাসকের নিকট দাবী করেছেন।

দর্শনা সীমান্তের নাস্তিপুর গ্রামে দূরবৃত্তের গুলিতে নিহত

দর্শনা থানার সীমান্তবর্তী নাস্তিপুর গ্রামে দুবৃর্ত্তের গুলিতে নিহত বিজিবির সোর্স হয়রত আলী বিশ্বাস ওরফে হযো (৫৭) দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল বুধবার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিহতর মরদেহর ময়না তদন্ত শেষে সন্ধায় গ্রামের স্কুল মাঠে নামাজের জানাযা শেষে কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন করা হয়।

নিহত হযরত আলী দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের বাদলা বিশ্বাসের ছেলে।

গভীর রাতে দূর্বৃত্তরা ঘরের জ্বানালা দিয়ে নিজ ঘরে ঘুমন্ত অবস্হায় হযরতকে গুলি করে হত্যা করে। এ হত্যা কান্ডের ঘটনায় নিহতর মেয়ে সুমি বাদি হয়ে দর্শনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

পুলিশ হত্যা কান্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে জিজ্ঞাসা বাদের জন্য গ্রামের হায়দারের ছেলে জসিম (৩২) কে আটক করেছে।

স্থানীয়রা জানায়, চলতি মাসে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে বিজিবি কর্তৃক দুটি র্স্বণের বড় চালান আটক করার জের ধরে এই হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ, এম লুৎফুল কবীর বলেন, তাকে লক্ষ করে হত্যার উদ্দ্যেশ্যে দুই রাউন্ড গুলির তাককরা হয়েছে। এরমধ্যে নিহতর শরীরের একটি গুলি বৃদ্ধ হয়।
ঘটনাস্থল থেকে বন্দুকে দুইটি খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। দর্শনা থানায় একটি হত্যা মামলা রুজু হয়েছে। আমরা হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত আসামী ধরার জন্য জাল বিস্তার করেছি। কি কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে তা তদন্ত করা হচ্ছে। আর তদন্ত করে হত্যার মূল রহস্য উদঘাটন করবে। ধারনা করা হচ্ছে দূর্বৃত্তরা যে অস্ত্র ব্যবহার করে গুলি ছোড়া হয়েছে সেটি নাইন এম,এম পিস্তলের গুলি বলে ধারনা করছে পুলিশ।
উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে নিজ বসত ঘরে ঘুমিয়ে ছিল হযরত আলী। এসময় ঘরের পিছনের একটি জ্বানালা দিয়ে ঘুমন্ত হযরত আলীকে লখ্য করে গুলি ছোড়ে দূর্বৃত্তরা। এতে গুলি বিদ্ধ হয়ে গুরুত্বর ভাবে আহত হয় সে।
পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে রাত ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্য হয়।

দর্শনায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকাল ৩ টার সময় দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের মোহাম্মদ রবিউল ইসলামের বাড়িতে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে “যুব ও নারী উন্নয়ন সংস্থা।

অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন, যুব ও নারী উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি মোঃ মোসাহেব কাক্কা। অনুষ্ঠানে দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী ইংরেজি শিক্ষক সচেতনতা মূলক বক্তব্যে বলেন, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আমাদের সকলকে সচেতন হতে

হবে এবং সবাই কে এগিয়ে আসতে হবে তাহলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা দেখা মাত্রই তার প্রতিবাদ করতে হবে। আমাদের দেশের নারীরা এখন পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে এগিয়ে যাচ্ছে,নারী এখন আর পিছিয়ে নেই।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক ফজলুল কাদের, ফয়সাল, নিলুফা, নাজমা সহ আরো অনেকে।